



প্রতিনিয়ত অবমাননা হচ্ছে রামমোহনের

রামমোহন জন্মেছিলেন তাঁর সমকালের মানুষজনের তুলনায় অনেক বেশি মেধা এবং দূরদৃষ্টি নিয়ে। এই মেধা এবং জ্ঞান অশ্বেষণের চেষ্টাই সারা জীবন তাঁকে কষ্ট দিয়ে গেছে। সেই সময়ের সমাজ তাঁর মূল্যায়ন করেনি এমনকি পরিবার-পরিজনও তাঁকে পরিত্যাগ করেছে নির্মমভাবে। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে, মানব প্রেম দিয়ে যা যা করেছেন সব কিছুরই বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছে সেই সময়কার মানুষ, এমনই তাঁর অদৃষ্ট।

ভারতবর্ষে তখন মধ্যযুগীয় অজ্ঞানতার অন্ধকার। এদেশের প্রাচীন কৃষ্টি, শিক্ষা, সংস্কৃতি আবদ্ধ হয়ে গেছে কুসংস্কারের বেড়াজালে। সেই সময়ের রামমোহন সংস্কারের আলো আনতে চেয়েছিলেন। ইউরোপে তখন রেনেসাঁসের সকাল। সেখানে বিজ্ঞান থেকে শুরু করে, শিল্প সাহিত্য সমস্ত ক্ষেত্রেই আধুনিক চর্চার বিকাশ শুরু হয়েছে। তার কিছুটা আলো এসে পৌঁছেছে ব্রিটিশ শাসিত এই ভারতবর্ষেও। কিন্তু হতভাগ্য আমরা জানলা দরজা বন্ধ করে কুয়োর ব্যাঙের মতো বসে আছি অন্ধকার ঘরের মধ্যে। সতীদাহ প্রথার মত জঘন্য নৃশংস প্রথাকে দেবতার নির্দেশ বলে আমরা মেনে চলেছি। আমরা বিশ্বাস করে চলেছি, ইংরেজি শিখলে, ইংরেজিতে কথা বললে এবং সমুদ্র পার হলে স্নেহ হয় যেতে হয়, আমরা বিশ্বাস করে চলেছি নারী জাতির সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার এমনকি স্বাধীনভাবে বাঁচারও কোনো অধিকার নেই। আমরা মেনে চলেছি অব্রাহ্মণদের সংস্কৃত উচ্চারণ করলে পাপ হয়।

দূরদর্শী রামমোহন প্রথমেই বুঝেছিলেন, পরাধীনতার অভিশাপ মুক্ত হতে ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়াতে হলে প্রথমে ভারতীয়দেরও তাদের সমান শক্তিশালী হতে হবে। তাই ইংরেজি শিক্ষা, আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা ও যুক্তিবাদ আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি সংস্কৃত চর্চা, প্রাচ্যবিদ্যা ইত্যাদির পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার বলেছেন। এই কারণেই সেই সময় আমাদের দেশের নামধারী পণ্ডিতরা তাকে ইংরেজদের বিশেষ পক্ষপাতি বলে নিন্দা করেছিলেন। তার চেষ্টায় লর্ড বেন্টিন্ধ যখন সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ বিল পাস করলেন তখনো আমাদের দেশের পণ্ডিতরা রামমোহনকে গালাগালি দিয়েছিলেন এতদিনের চলে আসা পবিত্র সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য এবং তারা প্রচুর টাকা চাঁদা তুলে বেথি নামে এক সাহেবকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করে সতীদাহ প্রথা কে ফিরিয়ে আনার জন্য। স্বার্থাষেধী পণ্ডিতরা সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যখন নিজেদের মতকে শাস্ত্রের মত বলে চালাতে চাইছিলেন রামমোহন তখন বিভিন্ন শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করে মানুষের হাতে পৌঁছে দিয়ে সেই সব পণ্ডিতের বিরাগভাজন হয়েছেন সমাজের মঙ্গল করতে গিয়ে।

তখন গৌত্তলিকতা অর্থাৎ মূর্তিপূজাকে কেন্দ্র করে নানা অনাচার শুরু হয়েছিল আমাদের সমাজে। প্রকৃত শাস্ত্র এবং আধ্যাত্মিকতার পথ ছেড়ে পূজাকে উপলক্ষ করে যুবসমাজ ঝুঁকে পড়েছিল আচার সর্বশ্ব হই হল্লোড়, বাইজি নাচ, মদ্যপান ইত্যাদির দিকে। এই মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন রামমোহন। রামমোহন হিন্দু ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা সভার সামনে হাজির করতে চেয়েছিলেন। তার উপর হিন্দু ধর্ম বিরোধী তকমা লাগিয়ে দিয়েছিল আমাদের সমাজ।

রামমোহন কী করেছিলেন তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন, তিনি কী করতে চেয়েছিলেন সেইটা বোঝা। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি সমস্ত ক্ষেত্রেই সময়ের দাবি মেনে প্রয়োজনীয় সংস্কার অত্যন্ত জরুরী একটি জাতির এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এটাই ছিল রামমোহনের সারা জীবনের সাধনা। আধুনিক ভারতবর্ষ যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তার প্রতিটি স্তম্ভ নির্মাণ শুরু করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। নারী স্বাধীনতা, মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ, অর্থনৈতিক সংস্কার, শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সমস্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত লিখে রেখেছিলেন তিনি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সংস্কার বিলের প্রসঙ্গে তাঁর দেওয়া একটি লেখাকে এখনো দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই রামমোহনের সঠিক মূল্যায়ন করা সত্যিই দুর্কহ কাজ।

প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশের উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার রামমোহনকে ব্রিটিশদের দালাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাঁর সাম্প্রতিক একটি বক্তৃতায়। তাঁর সীমাহীন অজ্ঞতা এবং স্পর্ধা আমাদের স্তম্ভিত করেছে। পরিস্থিতির চাপে তিনি হয়তো ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু রামমোহন সম্পর্কে এই কথা কি তিনি মুখ ফস্কে বলে ফেলেছেন, নাকি এটাই তিনি বিশ্বাস করেন? মূল প্রশ্ন এখানেই। আমরা এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি কিন্তু তারপরেও সুদূর মধ্যপ্রদেশে একজন অশিক্ষিত শিক্ষামন্ত্রী কি বললেন তাই নিয়ে রামমোহন বা এখানকার রামমোহন অনুরাগীদের তেমন কিছুই এসে যাবে না, আমাদের বক্তব্য, আমরাও কি রামমোহন সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং শ্রদ্ধাশীল? রামমোহনের স্মৃতিভবন এবং তাঁর তৈরি বাসভবন হেরিটেজ ঘোষিত হয়েছে। ফলক লাগানোর পর আর কোনো কাজ হয়নি। রামমোহন সম্পর্কিত সমস্ত কিছুই সরকারি উদাসীনতায় নষ্ট হতে চলেছে। কথা ছিল, রামমোহনের নামে ইউনিভার্সিটি হবে, ভারতবর্ষের প্রথম রেলযাত্রী রামমোহনের জন্মস্থানে রেলপথ আসবে। সেসব কিছুর হয়নি। এখানে রামমোহনের নামাঙ্কিত একটি লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, এখানকার অত্যন্ত জনপ্রিয় রামমোহন মেলা তিন বছর হয়নি। এই সমস্ত কিছুও আসলে রামমোহনের স্মৃতির প্রতি আমাদের অকৃতজ্ঞতা, অবমাননা।



বাণীকথা

“কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি। তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি। দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা, প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা; তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।”

—রাজা রামমোহন রায়

বাংলা এখন

খোলা মনে, খোলা চোখে

* লেখা পাঠাবার ঠিকানাঃ banglaekhon25@gmail.com

মোবাইলে টাইপ করে লেখা পাঠাবেন

** শ্রেণিবদ্ধ এবং ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন পাঠানোর ঠিকানা ও যোগাযোগ

Mobile : 9609625987

চিফ রিপোর্টারঃ মোহন গঙ্গোপাধ্যায় | Mobile : 9123093476

সম্পাদকঃ দেবাশিস শেঠ | Mobile : 9474360036

পত্রিকা অফিসঃ হেলান, হুগলি

রাজা রামমোহন রায়ের অপমান: ইতিহাস ও বিভ্রান্তি



ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস কখনো সরলরেখার নয়। এটি যেন ধোঁয়াশা কুয়াশার আচ্ছাদিত নদীর মতো, যেখানে এক সময় আলো ফেলে কিছু সত্য দেখা যায়। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ইন্দর সিংহ পারমারের মন্তব্য ইতিহাসের কিছুমাত্র এমনই কুয়াশার মধ্যে পড়ে। তিনি বিরসা মুন্ডার জন্মদিন অনুষ্ঠানে দাবি করেন, ব্রিটিশদের শিক্ষার কারণে ধর্মান্তরের ছলচাতুরি চলাছিল এবং রাজা রামমোহন রায়সহ সমাজ সংস্কারকরা সেই কুচক্রের শিকার হয়েছেন। পরে তিনি বলেছিলেন, এটি অসাবধানতাবশত বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে মূল বিষয় হলো, কার নাম আলোচিত হয়েছিল।

ইতিহাসের সত্য হলো, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সমাজ সংস্কার কখনো আলাদা চলেনি। কিন্তু RSS ও বিজেপি প্রথাগতভাবে যাদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, তাদেরকে কখনো সমালোচনা করতে পিছপা হয়নি। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় RSS সরাসরি অংশগ্রহণ করেনি। বিজেপি তখনও গঠিত হয়নি। RSS তখনকার ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে মিতব্যয়ী ভূমিকা নিয়েছিল, আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল এবং মানুষের মধ্যে বিভাজনের বীজ বুনেছিল।

আজকের দিনে RSS এবং বিজেপি নিয়মিতভাবে দেশপ্রেমের মানদণ্ড স্থাপন করে। বিরোধী বা প্রতিবাদী যেকোনো মানুষকে ‘যমাণ্ডিয়া’ বলে আখ্যায়িত করা হয়। ইতিহাসকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে। স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে এটি মিলছে না।

বিজেপি ও RSS-এর প্রিয় চরিত্রের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ এবং সাভারকর উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সাভারকর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সরাসরি অংশ নেননি। ১৯১০ সালে তাঁকে আটক করে ৫০ বছরের জেলের সাজা দেওয়া হয়। জেলে থাকাকালীন তিনি বারবার ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন, যাতে সরকারে আনুগত্যের পথ প্রশস্ত হয়। ১৯২৪ সালে মুক্তির পর তিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে কমিউনিস্ট ও INA-এর যোদ্ধারা সরাসরি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাঁদের পদচারণা যেন ঝড়ের মতো প্রবল, কিন্তু দেশকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন সেই আলোকবর্তিকা, যা অন্ধকার বাংলার সমাজে নতুন জীবন প্রবাহিত করেছিল।



পার্থ চট্টোপাধ্যায়

বিশিষ্ট অধ্যাপক ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক

তাঁর সংস্কার আন্দোলনের ফলে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়, বিধবা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আজকে তাঁকে ব্রিটিশের এজেন্ট হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে— যা ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত করেছে।

বিরসা মুন্ডা ছিলেন সেই সবুজ পাহাড় ও জঙ্গলের এক শক্তি, যিনি ব্রিটিশ ও ধর্মান্তরের ছলচাতুরি ভেঙে আদিবাসী সমাজের স্বাভাব্য রক্ষা করেছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ড ইতিহাসের পাতায় এমন এক দীপ, যা নিঃশব্দে অন্ধকার ভেঙে আলো ছড়িয়ে দেয়।

১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় দেশজুড়ে আন্দোলনকারীদের পদচারণা যেন উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ। স্বাধীনতার জন্য একতা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু RSS এবং হিন্দু মহাসভা মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। ধর্মভিত্তিক বিভাজন মানুষের মধ্যে বিভেদ এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। আজকের দিনে এই বিভাজনকে আরও সূক্ষ্মভাবে চালানো হচ্ছে— CAA-NRC, রামমন্দির, জ্ঞানবাণী—সর্বই মানুষের মধ্যে বিভাজনের আছড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

সাভারকর ছোটবেলা থেকেই মুসলিম ও খ্রিষ্টান বিদ্বেষী ছিলেন। ১৮৯৪-৯৫ সালের মুম্বাই ও পুনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় স্কুল পড়ুয়া সাভারকর বন্ধুদের সঙ্গে মসজিদে হামলা চালান, জানালা ভাঙেন, ঢিল নিক্ষেপ করেন। পরে কিছু মুসলিম নিহত হলে উল্লাস করেছিলেন। স্বাধীনতার জন্য যে প্রকৃত দেশপ্রেম প্রয়োজন ছিল, তা তার আচরণের সঙ্গে মেলেনি।

রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কার আন্দোলনের ফলে বাংলার মানুষ নতুন সমাজের দিকে পদচারণা শুরু করে। সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়, নারী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু সেই আন্দোলনের বিরোধিতা ছিল সাভারকরের। তিনি

লিখেছেন, “সরকার একের পর এক আইন পাশ করে সনাতন হিন্দু সংস্কৃতিকে শেষ করছে।” ইতিহাসকে রাজনৈতিক ভাবে বিকৃত করা হলে এই সত্য চাপা পড়ে।

স্বাধীনতার সময়ে ধর্মভিত্তিক বিভাজন আরও জোরালো হয়েছিল। মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভা প্রাদেশিক সরকারে একে অপরের সঙ্গে জোট তৈরি করে। RSS ও বিজেপি প্রথম থেকেই হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছে, আর মুসলিম লিগ আলাদা রাষ্ট্রের দাবিতে লিপ্ত ছিল। এই বিভাজনের রাজনীতি মানুষের মধ্যে বিভাজন রোপণ করেছে।

১৯৪০ সালে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ পেশ হয়। দ্বিজাতিতত্ত্ব— হিন্দু ও মুসলিম আলাদা জাতি-এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। সাভারকর তিন বছর আগে একই তত্ত্ব উপস্থাপন করেন, কিন্তু তার যুক্তি ছিল, ভারতীয় হতে হলে শুধু মাতৃভূমি নয়, পূর্ণাভূমিও প্রয়োজন। যেহেতু মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় স্থান ভারতের ভৌগলিক সীমার বাইরে, তারা ভারতীয় নয়।

অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়া কমিউনিস্ট, INA-এর যোদ্ধা ও স্থানীয় আন্দোলনকারীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করেছেন। তাঁদের সংগ্রাম যেন ঝড়ের মতো প্রবল, কিন্তু দেশকে স্বাধীনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ইতিহাসের সত্যিকার চিত্র এখানে।

আজকের দিনে, যখন দেশের মানুষ দারিদ্র্য, বেকারত্ব, কৃষকের অধিকারহীনতা- সব সমস্যায় জর্জরিত, তখনও ধর্মভিত্তিক বিভাজন চলছে। রাজনৈতিক বিভাজনের জাল বোনা হচ্ছে, যেন সূক্ষ্ম সুতো দিয়ে তৈরি একটি অদৃশ্য ফাঁদ। ইতিহাসকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা নতুন প্রজন্মের বোধ ও বিচার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করছে।

রাজা রামমোহন রায়ের অপমান শুধু একজন সমাজ সংস্কারকের বিরুদ্ধে নয়, এটি ইতিহাসের স্বচ্ছতা ও সত্য উদঘাটনের বিরুদ্ধে। ইতিহাসকে বিকৃত করে বিভাজনের রাজনীতি চালানো নতুন নয়; এটি বহু প্রজন্মের বিভ্রান্তি ও বিভাজনের ফল। আমাদের দায়িত্ব হলো ইতিহাসকে প্রকৃত অবলম্বনে বোঝা, চিত্রকল্প এবং উদাহরণ দিয়ে এর শিক্ষা গ্রহণ করা, এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে ইতিহাসকে ব্যবহার না করা।

রাজা রামমোহন রায়ের আলোকবর্তিকা, বিরসা মুন্ডার সাহস, কমিউনিস্ট ও INA-এর ত্যাগ— এই সব মিলিত হয়ে স্বাধীনতার পথে ইতিহাসের প্রকৃত ছবি তৈরি করেছে। আমাদের কাজ হলো সেই ছবি সঠিকভাবে দেখার এবং বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকার।

এস আই আর : আতঙ্কের কারণ নেই

গত ১৩ নভেম্বর রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগীর লেখা ‘স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন বিষয়ে আতঙ্কের কোনো কারণ নেই’ মূল্যবান লেখা পড়ে অনেক কিছু জানতে পারলাম। এ ধরনের লেখা ‘বাংলা এখন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ। এস আই আর ফর্ম নির্ভুল ফিলাপ করার জন্য এবং আতঙ্ক থেকে মুক্ত হতে চাইলে এই লেখা পড়লেই যথেষ্ট।

পরিশেষে বলতে চাই অল্পদিনেই এই পত্রিকার খবরাখবর বিশেষ নজর কেড়েছে। আরও বেশি করে গ্রামবাংলার পাড়ার সমস্যার খবর দেখতে চাই।

প্রদীপ আদক
পুরশুড়া, হুগলি

জনতার দরবার

গ্রামবাংলার রাস্তাঘাটের দিকে নজর দিক সরকার

গ্রামবাংলার বেশিরভাগ রাস্তাঘাটের অবস্থা সঙ্গীন। দীর্ঘদিন সংস্কার হয়নি। পাড়ায় পাড়ায় রাস্তা ভাঙচোরা। গাড়ি তো দূরের কথা, হেঁটে চলাচল দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। স্থানীয় পঞ্চায়েতের কোনো ঈশ নেই। বিশেষ করে আরামবাগের ছটি ব্লকের গ্রামের রাস্তাগুলো একেবারে পথচলা কঠিন হয়ে পড়েছে। এগুলো প্রশাসন অবিলম্বে নজর দিক। কেউ অসুস্থ হলে তাঁকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ গ্রামের পাড়ার রাস্তা ও সমস্যা আপনাদের পত্রিকায় বেশি করে তোলা হোক।

সুদীপ সামন্ত
কাবলে, হুগলি

সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা, জরিমানা জেনেও নাড়া পোড়ানো বন্ধে সচেতন নন চাষিরা



মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

চাষের জমিতে নাড়া পোড়ানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। দ্বিগুণ জরিমানা। জমির উপকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের মৃত্যু। পরিবেশ দূষণ। এসব চাষিদের কাছে এখন গ্রাহ্য নয়। আমন ধান কাটার পর্ব শুরু হতেই অসচেতন চাষিরা। বিঘার পর বিঘা ধান কাটার পরই শুরু হয়েছে নাড়া পোড়ানোর ধ্বংসলীলা। চিন্তিত বিশেষজ্ঞরা। রাজ্য সরকার নাড়া পোড়ানো নিয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। পাশাপাশি কেন্দ্র সরকারও নাড়া পোড়ানো বন্ধ করতে জরিমানা দ্বিগুণ করেছে। তবুও টনক নড়েনি চাষিদের।

প্রসঙ্গত, সাধারণত ফসল কাটার পরে শিকড়-সহ অবশিষ্টাংশ জমিতে থেকে যায়। পরবর্তী ফসল চাষের জন্য জমি তৈরি করতে গেলে ফসলের এই অবশেষ তুলে ফেলতে হবে। তাতে সময় লাগে আর মজুরি বাবদ বেশ কিছু টাকা খরচ হয়। তাই তাৎক্ষণিক লাভের জন্য জমির ফসলের অবশিষ্টাংশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। দিন পেরিয়ে রাতের গাঢ় অন্ধকারকে ভেদ করে আগুনের লেলিহান শিখা দাঁউদাঁউ করে জ্বলতে থাকে। ছড়িয়ে পড়ে মাঠের পর মাঠ। ধোঁয়ায় ভরে যায় চারদিক। সেই সঙ্গে দৃশ্যমানতা কমে যায়। ফলে সড়ক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ে। এছাড়া স্বাস্থ্যরোধকারী পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরদিন মাঠ জুড়ে দগদগে ঘায়ের মতো কালো কালো পোড়া চিহ্ন পড়ে থাকে। যেহেতু এই আগুন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন তাই মাঠ ছাড়িয়ে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে রূপান্তরিত হতে পারে। পুড়িয়ে শেষ করে দিতে পারে গ্রামকে গ্রাম। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, মানুষ, গৃহপালিত পশুপাখি, গাছপালাও কৃষিকর্তাদের একাংশ জানান, ফি- বছর দক্ষিণবঙ্গের জেলা জুড়ে হাজার হাজার হেক্টর জমিতে ধান তুলে নেওয়ার পরে নাড়া পোড়ানোর ঘটনা নজরে এসেছে। চলতি বছরেও তার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, একটন মাটি পোড়ালে মাটি থেকে বেড়িয়ে যায়- ৫.৫ কেজি নাইট্রোজেন, ২.৩ কেজি ফসফরাস, ২৫ কেজি পটাশিয়াম, ১.২ কেজি সালফার। প্রতি টন খড় পোড়ালে বাতাসে মেশে- ২ কেজি সালফার ডাই-অক্সাইড, ৩ কেজি বস্তুকণা, ৬০ কেজি কার্বন মনোক্সাইড, ১৪৬০ কেজি কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ১৯৯ কেজি ছাই। এইভাবেই নাড়াপোড়ার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বাতাস দূষিত হচ্ছে। নাড়া পোড়ানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নাড়া পোড়ানোর বিরুদ্ধে তাই সর্বস্তরে প্রচারাভিযান চলছে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে নাড়া পোড়ানোর বদলে তাকে সম্পদ হিসাবে পেতে কিছু সুপারিশ আছে। "পুসা বায়ো ডিকম্পোজার" ক্যাপসুল

ব্যবহার করলে নাড়া পচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে মাত্র পঁচিশ দিন সময় লাগে, একর প্রতি ১০০০ টাকার কম খরচ হয়। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলো ও কৃষিজেলা কৃষিকর্তাদের একাংশ জানান, দক্ষিণ বঙ্গের জেলা জুড়ে হাজার হাজার হেক্টর জমিতে ধান তুলে নেওয়ার পরে নাড়া পোড়ানোর ঘটনা ভাবিয়ে তুলেছে। পরিবেশ দূষণ রুখতে তা বন্ধের দাবি অনেক দিন ধরেই উঠছে। ধান তোলার পরে দ্রুত জমি পরিষ্কার করতে গাছের গোড়া (নাড়া) আগুনে পুড়িয়ে দেন চাষিদের একাংশ।

এক কৃষিকর্তা বলেন, "ধান উঠে যাওয়ার পর ওই সমস্ত জমিতে আলু চাষ শুরু করেন চাষিরা। তা ছাড়া, নাড়া পোড়ালে জমি উর্বর হয় এ ধারণা চাষিদের এখনও মাথা থেকে যায়নি। চাষিদের মনে রাখতে হবে তাদের উপর নির্ভরশীল জীববৈচিত্র্য। পোড়া মাটি ইটের মতো শক্ত হয়ে যায়। সুতরাং সাবধান হওয়ার প্রয়োজন আছে। সম্প্রতি বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত কৃষিমেলায় এ বিষয়ে কৃষকদের সচেতন করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের পক্ষ থেকে প্রদর্শিত হয়েছিল একটি বিশাল ফ্লেক্স , যার শিরোনাম ছিল 'নাড়াই সম্পদ , নাড়া পোড়াবেন না, পুনর্ব্যবহার করুন।' এই শিরোনামে নাড়া পোড়ানোর বিপদ ও তার থেকে উদ্ধার পেতে যে পরামর্শগুলো দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করতেই হয় । নাড়া পোড়ালে মাটির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। মাটির উপরিস্থ ২.৫ সেমি পর্যন্ত স্তরের উপকারী ব্যাকটেরিয়া আর ছত্রাককে মেরে ফেলে। পরবর্তী ফসলের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেতে থাকে। যেখানে অত্যধিক নাড়া পোড়ানো হয় সেই অঞ্চলে মানুষের ফুসফুসের রোগ বেশি হয়।বাতাসে উড়ছে পোড়া খড়। এলাকা ঢেকে যাচ্ছে ধোঁয়ায়। কুয়াশার সঙ্গে সেই ধোঁয়া মিশে তৈরি করছে ধোঁয়াশা। এ ভাবে জমিতে নাড়া পোড়ানোয় ভয়ঙ্কর দূষণ ছড়াচ্ছে। তা নিয়ে চাষিদের সতর্ক করতে ও নাড়া পোড়া রুখতে শিবির করে ও ট্যাবলোয় প্রচারের মাধ্যমে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য কৃষি দফতর।টাকার কম খরচ হয়। স্থানীয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করে এর প্রাপ্যতা বিষয়ে অবহিত হতে হবে। অন লাইনেও পাওয়া যেতে পারে। "হ্যাপি সীডার" যন্ত্র ব্যবহার করলে একসাথে নাড়া কাটা, গমের বীজ বপন ও নাড়ার টুকরোগুলো বপিত বীজের উপর আচ্ছাদন হিসাবে কাজ করে। ফলে জমিতে জল সংরক্ষণ হয়, সঠিক সময়ে বপন করা বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হয়, আগাছার উপদ্রব কমে ও জমি জৈব উপাদানে সমৃদ্ধ হয় ও সঠিক সময়ে গমের বীজ বোনা যায়। স্থানীয় "কাস্টম হার্যারিং সেন্টারে" এই যন্ত্র কেনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া নাড়া

তুলে জমির এক কোণে স্তরে স্তরে জমা করে তার থেকেও বহুমূল্য জৈবসার প্রস্তুতি বা কেঁচোর খাবার হিসাবে ব্যবহার করে কেঁচো সার বা ভারমি কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। মাশরুম চাষের উপাদান হিসাবেও এই নাড়া ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং এখন থেকে আর নাড়া পোড়ানোর দরকার নেই।

উল্লেখ্য, নাড়া পোড়ানো বন্ধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কেন্দ্র নাড়া পোড়ানো জরিমানার অঙ্ক দ্বিগুণ করে দিল। চাষের জমিতে নাড়া পোড়ানো বন্ধ করতে জরিমানার পরিমাণ বাড়ানোর উপরই ভরসা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেজন্য জরিমানা বাড়িয়ে এক ধাক্কায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। নতুন নিয়মে নাড়া পোড়ালে দু'একরের কম জমির মালিককে ৫ হাজার টাকা, ২ থেকে ৫ একরের জমির মালিককে ১০ হাজার টাকা এবং ৫ একরের বেশি জমির মালিককে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার সংস্থান রাখা হয়েছে। সম্প্রতি দিল্লিতে দূষণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়ে দিল্লি ও কেন্দ্রীয় সরকার। দিল্লির দূষণের অন্যতম কারণ প্রতিবেশী পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা়য় নাড়া পোড়ানো। বন্ধ করতে দুই রাজ্যের সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে সরব হয় শীর্ষ আদালত। পরিস্থিতি বদলাতে জরিমানার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও আদালত প্রশ্ন তোলে। ক্ষুদ্র আদালত জানায়, 'দূষণ নিয়ন্ত্রণে জরিমানার ব্যবস্থা নখদস্তহীন।' জরিমানা ধার্য করা, তা সংগ্রহ করা এবং অনাদায়ে শাস্তির মতো বিষয় তদারকির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই বলে আদালত জানায়। কিন্তু এরপরেই জরিমানার অঙ্ক বাড়িয়েই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। দূষণ নিয়ন্ত্রণে ২০২১ সালে এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট আইন পাশ করে কেন্দ্র। এবার সেই আইনকে সংশোধন করে জরিমানার অঙ্ক বাড়ানো হল। নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী, বায়ুদূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ বিচার করবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবং কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট।ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো প্রতিরোধী দিবস উদযাপন করে খড় পোড়ানো ক্ষতিকারক, খড় পোড়ানো বন্ধ রাখুন। ধান ক্ষেতের খড় ও নাড়া পোড়ানোর ফলে ক্ষতিকারক গ্যাস, তাপ, ধোঁয়া, ছাই কণা উৎপন্ন হয়- যা বিশ্ব উষ্ণায়ন ডেকে আনে। অত্যধিক গরম, অনাবৃষ্টি, বন্যা, শীত হ্রাস, পাহাড়ের বরফ গলে সমুদ্রের জলোচ্ছাস প্রভৃতি ঘটছে। এছাড়াও অস্বাভাবিক আবহাওয়া বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা চিন্তার ভাঁজ বিশেষজ্ঞদের কপালে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মাটির উপরের অংশ পুড়ে শক্ত হয়ে যায়, জৈব পদার্থ ও উদ্ভিদ খাদ্য নষ্ট হয় এবং মাটিতে থাকা বহু উপকারী জীবাণু মারা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ধান ক্ষেতের খড় ও নাড়া পোড়ানো আইনত নিষিদ্ধ। কৃষি দপ্তরের সহযোগিতা ও পরামর্শ মেনে খড় না পুড়িয়ে মালচার, রোটাভেটর, হ্যাপি সিডারের মাধ্যমে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে মাটির উর্বরতা ও জলধারণ ক্ষমতা বাড়ান কিংবা বেলার এর সাহায্যে তুলে নিয়ে অন্য কাজে লাগান। মাটির স্বাস্থ্য বজায় রেখে অধিক ফলন পেতে এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে। খড় পোড়াবেন না। পরিবেশ রক্ষায় আপনার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। এভাবেই চাষিদের সচেতন করতে পথে নেমেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে নয়া খসড়াবিধি শিক্ষা দপ্তরের

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের নয়া খসড়া বিধি প্রকাশ করল স্কুলশিক্ষা দপ্তর। নতুন নিয়মে টেট-এর জন্য বরাদ্দ নম্বর ৫ থেকে বাড়িয়ে ২৫ করা হয়েছে। তবে, প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদের তরফে জানানো হয়েছে আপাতত এই বিধি তৈরি করা হয়েছে মতামত গ্রহণের জন্য। তারপরেই চূড়ান্ত বিধি প্রকাশ করা হবে। তবে, আপাতত নিয়োগ চলবে পুরনো বিধি মেনেই। নয়া বিধিতে মাধ্যমিক, উচ্চ

মাধ্যমিক এবং ডিএলএড পরীক্ষার মার্কসের উপরে ৫ নম্বর করে বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও ইন্টারভিউ এবং ডেমো ক্লাসের জন্য বরাদ্দ থাকছে ১০ নম্বর। আট বছর বা তার বেশি শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে ৫ নম্বর এবং চার বছরের কম অভিজ্ঞতা থাকলে ১ নম্বর পাবেন প্রার্থীরা। পর্যদের সভাপতি গৌতম পাল জানান, এটি খসড়া বিধি। এখন যে নিয়োগগুলি হবে, তা পুরোনো বিধি অনুযায়ীই চলবে। এই খসড়া চূড়ান্ত

হলে পরবর্তী নিয়োগের ক্ষেত্রে তা মানা হবে। অন্যদিকে, এদিন ২০১৬ সালের আগে কর্মরত চাকরিহারা ১৬৬ জন শিক্ষককে নতুন নিয়োগপত্র দিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্যদ। তবে, অনেকেই বহু দূরের স্কুলে চাকরি পাওয়ায় ভেঙে পড়েছেন। তবে, দপ্তর এবং পর্যদের দাবি, তাঁরা ২০১৬ সালের বিজ্ঞপ্তিতে চাকরি পাওয়ার আগে যেখানে কর্মরত ছিলেন, সেই এলাকার পার্শ্ববর্তী স্কুলেই তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ ছক এখন প্রতিযোগিতা

পুরস্কার: ২০০ টাকা

পুরস্কার ঘোষক: আরামবাগ প্রফুল্লচন্দ্র সেন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জনপ্রিয় শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুরত ঘোষ

ছক এখন - ২২

বিভাংশু দত্ত
আরামবাগ, হুগলি



উপরনীচ:
২) ‘এমন গোঁফ তো রাখত জানি শ্যামবাবুদের ____’ (‘গোঁফ চুরি’)
৩) শেষে ‘দার’ এবং আগে ‘মিহি’ দিলে দুরকম মিষ্টি পাবে
৪) বাটুল দি গ্রেট ও হাঁদা ভোঁদাকে এই মাসিক পত্রিকায় দেখা যায়
৬) ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র দুই ভাই, অন্য ভাই নীলকমল

পাশাপাশি:
১) সুকুমার রায়ের অদ্ভুত খ্যাপাটে মজাদার চরিত্র ও বই
৫) ‘কাঁচকলা____ খাও তুমি কত খাবে’ (সিং নেই তবু নাম তার সিংহ)
৭) যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ‘দিদিহারা’ কবিতার সেই শোলোক বলা দিদি
৮) ভয়ানক, প্রাণঘাতী
৯) ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র ‘বুদ্ধ ভুতুম’ এ ‘____রাজকন্যা মেঘবরন কেশ’
১১) সাত ভাই চম্পার একমাত্র বোন
১২) অপূর্ব! কোনো তুলনা হয় না, শেষে উত্তর
১৪) অবনীন্দ্রনাথের রিদয়কে নিয়ে লেখা বই।

সমাধান : ছক এখন-২১

	প	র	ঙ	রা	ম	
		য়া		কা	ম	রা
বে	ঙ	নি			তা	
দ				রা	য়	বা
র	তি	কা	স্ত			বি
কা		শ			ত	গা
রি	স	ব	ত		রা	
		ন	য়	ন	জ্	লি

সমাধানকারীর নাম _____

ঠিকানা _____ মোবাইলনং _____

উপরের ছকে পূরণ করা সমাধান ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ শনিবারের মধ্যে পত্রিকা কার্যালয়ের ঠিকানায় আসা চাই। নির্ভুল সমাধানকারীদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে দুজনকে পুরস্কারের টাকা সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে।

হুগলিতে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে পারে

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: এবার হুগলিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে পারে। এমনটাই ইঙ্গিত মধ্যশিক্ষা পর্যদের।

সম্প্রতি ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করলেন মধ্যশিক্ষা পর্যদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। হুগলির চুঁচুড়ায় জেলার শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তা, বিভিন্ন স্কুলের প্রতিনিধি ও পুলিশ কর্তাদের নিয়ে ওই বৈঠক হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের মেম্বর ও শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়, জেলা কনভেনার দেবাশিস বসু জানান, হুগলিতে এবারের মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির ইঙ্গিত মিলেছে। তবে রেজিস্ট্রেশনের হিসেবে ওই বৃদ্ধি দেখা গেলেও আগামী ২ ডিসেম্বর থেকে ফর্ম পূরণের কাজ শুরু হবে। তারপরেই পরীক্ষার্থীর প্রকৃত সংখ্যা মিলবে, এমনটাই জানিয়েছেন পর্যদ কর্তারা। তবে এদিন রেজিস্ট্রেশনের নিরিখে পরীক্ষা আয়োজন

ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিকল্পনা করা হয়। এনিয়ে রামনুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, গত কয়েক বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষা সুনিপুণভাবে আয়োজন করেছি আমরা। সমস্ত মহলের প্রচেষ্টায় পরীক্ষা ব্যবস্থাকে একটি বাড়তি উচ্চতায় তোলা সম্ভব হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতা অটুট রাখাই আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ। সেই কাজ সূষ্ঠভাবে করতেই জেলাওয়াড়ি বৈঠক করা হচ্ছে। যাবতীয় সুবিধা ও সমস্যার কথা পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীরবাবু বলেন, গতবারও হুগলিতে আমরা নির্বিঘ্নে পরীক্ষাপর্ব শেষ করেছি। এবারও তা করা হবে। এ বিষয়ে আমরা পর্যদকে আশ্বাস দিয়েছি। হুগলি জেলার পরীক্ষা কনভেনর দেবাশিস বসু বলেন, রেজিস্ট্রেশনের নিরিখে এবার জেলায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫ হাজার ৬৪৭ জন। ২০২৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ৫২ হাজার ৩০২জন।

► ১ম পাতার পর

অ্যাকাউন্ট সাফ হতে পারে

বিএলওরা জানাতে পারবেন। তাছাড়া, তাঁদের সঙ্গে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বিএলএরা থাকছেন। তাঁরাও এবিষয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। রাতারাতি এসটি বা এসসি সার্টিফিকেট বের করাও সহজ নয়। প্রয়োজনীয় নথি জমা করার

পরই তা পাওয়া যেতে পারে। কোনও দালাল নিজের ইচ্ছেমতো সার্টিফিকেট তৈরি করে দিতে পারে না। এসআইআর নিয়ে অনেকের মধ্যেই স্পষ্ট ধারণা নেই। দালালরা সেই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছে।

শারদীয়া দুর্গাপূজো উপলক্ষে **৫০%** বিশেষ ছাড়

এবার

শ্রেণিবদ্ধ

বিজ্ঞাপন

মাত্র **২৫০/-** টাকায়

আপনার প্রিয়জনের জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী কিংবা বিশেষ কোনো দিনে তাকে শুভেচ্ছা জানান। নাম, পদবী কিংবা ঠিকানা পরিবর্তন, ছোটখাটো ব্যবসা বাণিজ্যের খবর বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিন অনায়াসে।

সোনা লুট : হেলানের ধৃত বিল্টুকে ঘিরে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ, উঠে এল আসল রহস্য

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : কলকাতার সিঁথি থেকে প্রায় তিন কোটি টাকার সোনা লুট। অভিযোগে ধৃত খানাকুলের হেলান থেকে সইদুল মণ্ডল ওরফে বিল্টু। দফায় দফায় লালবাজার পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ। সূত্রের খবর, পুলিশ চুরির কিনারা করতে সফল হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সিঁথিতে সোনা লুট কাণ্ডে মূল ‘খবরি’ প্রাক্তন কর্মী বিল্টু। এখানে অলঙ্কার তৈরির কারখানায় প্রায় তিন কোটি টাকার সোনা লুটের পরিকল্পনা করেছিল বিল্টু। পরিচিত দুষ্কৃতীদের দিয়ে সে সোনার বাট লুট করায়। অভিযোগ পাওয়ার পরই লালবাজার পুলিশ নড়েচড়ে বসে। তারপর গয়না কারখানার প্রাক্তন কর্মী সইদুল মণ্ডল ওরফে বিল্টুকে গত বুধবার গভীর রাতে হুগলির খানাকুলের হেলান থেকে গ্রেফতার করে। লালবাজারের ডাকাতি দমন শাখা দফায় দফায় বিল্টুকে জেরা করে।জানতে পারে ঘটনার দিন সে দুষ্কৃতীদের ওই কারখানা চিনিয়ে নিয়ে এসেছিল। কার

কাছে সোনা রয়েছে, দেখিয়ে দিয়েছিল তাও। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তাকে চিহ্নিত করা গেলেও, বিভিন্ন জায়গায় গা-ঢাকা দিয়ে বিল্টু পুলিশকে নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছিল। হেলানে নিজের বাড়িতে আসতেই সে গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ে যায়।

উল্লেখ্য, ২৯ অক্টোবর রাত আটটা নাগাদ সিঁথি থানা এলাকার রাজা অপূর্ব কৃষ্ণ রোডে অলঙ্কার তৈরির কারখানায় দু-কেজি ৩৮০ গ্রাম সোনা লুট হয়। কর্মী সঞ্জিত কুমার দাস বাইক রাস্তায় পার্ক করে গেট খুলে পিছন ঘুরতেই তাঁর বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে বসে এক দুষ্কৃতী। অন্য অভিযুক্ত সঞ্জীববাবুর বাইকে বসে তাতে থাকা সোনা নিয়ে পালায়। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ৩০ অক্টোবর মামলা রুজু করে। তদন্তে নেমে ডাকাতি দমন শাখার অফিসাররা বুঝতে পারেন, প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার সোনা যে এই কারখানায় আসে, তা অন্দরের কেউ ছাড়া দুষ্কৃতীদের জন্য সম্ভব নয়। কারখানার সামনের গলি, বড় রাস্তার মোড় সহ

আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হয়। সেই ছবি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঘটনাস্থল থেকে দূরে একজন দাঁড়িয়ে। গোটা ঘটনটি প্রত্যক্ষ করছে। দুই দুষ্কৃতীদের একজন আগ্নেয়াস্ত্র ধরেছে সঞ্জিতবাবুর বুকে। অপরজন বাইক নিয়ে পালাচ্ছে। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ওই ব্যক্তি হেঁটে এলাকা ছাড়ছে। তখনই তদন্তকারীদের সন্দেহ হয়, ওই ব্যক্তি টিপার হতে পারে। তার ছবি কারখানার কর্মীদের দেখানো হয়। কর্মীরা পুলিশকে জানান, তার নাম সইদুল ওরফে বিল্টু, বাড়ি খানাকুলে। বছর দুয়েক আগে এই কারখানার কাজ ছেড়েছে। সোনা কোথা থেকে কে কারখানায় নিয়ে আসেন, তা জানত সইদুল। এখানে কাজ ছাড়ার পর সে মুম্বইতে সোনার কাজ করতে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, সেখানে স্থানীয় কয়েকজন দুষ্কৃতীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সহজে সোনা লুট করার টোপ দিয়ে তাদের কারখানার বিষয়ে তথ্য জোগায় বিল্টু। লুটের জন্য তাদের সিঁথিতে নিয়ে আসে।

কানা দ্বারকেশ্বরের উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবিতে হেলানে পথ অবরোধ



বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: বারবার অনুরোধ উপরোধের সত্ত্বেও দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ না হওয়ায় হেলানা খামারগোড়ি এলাকায় কানা দ্বারকেশ্বর নদীর উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবিতে মৌলানা কামরুদ্দিনের নেতৃত্বে খামারগোড়ি, মইখন্ড, গোবিন্দপুর প্রভৃতি এলাকার মানুষজন পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। বেলা দশটা থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা একটানা এই বিক্ষোভ চলে। পরবর্তীকালে পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের আশ্বাসে এই বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু তাদের দাবি পূরণ না হলে দীর্ঘ

আন্দোলনের হুশিয়ারি দিয়েছেন সাধারণ মানুষজন।

বিক্ষোভে উপস্থিত স্থানীয় মৌলানা কামরুদ্দিনের বক্তব্য, 'আমরা খবর পেয়েছি এখানে যে ব্রিজ হওয়ার কথা ছিল সেটি না হয়ে আটঘরায় হচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদ করছি। এখানে প্রধান প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার দীর্ঘ একটি রাস্তা রামনগর মায়াপুর রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এখানে ব্রিজ তৈরি হলে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবে। আমাদের দাবি এখানেই ব্রিজ করতে হবে।'

শীতের আমেজ বাড়তেই রবিচাষে ব্যস্ততা

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : আস্তে আস্তে শীতের আমেজ বাড়ছে। রবি মরশুমে চাষিদের ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদিকে আমন ধান তোলার পালা, অপরদিকে আলু বসানোর প্রস্তুতি। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, এখনই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, আবহাওয়া স্বস্তিদায়ক। কার্তিক মাসের শেষলগ্ন থেকে অগ্রহায়নের প্রথম সপ্তাহেই রাজ্যজুড়ে যে শীতের আমেজ পড়েছে তা বজায় থাকবে। তবে আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে বলে আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন। তবে বাড়লেও তা স্বাভাবিকের আশপাশে থাকবে বলে আশা করছেন তাঁরা। ফলে সব মিলিয়ে রাজ্যে এক ঝুঁতিহীন স্বস্তিদায়ক আবহাওয়া বিরাজ করবে আপাতত।

শীতের মরসুমে চাষিরা ধান ও আলুর কাজে নেমেছে মাঠে। আকাশ পরিস্কার। তাই চাষিরা দ্রুত আমন ধান ঘরে তোলার কাজ করছে। অপরদিকে আলু বসানোর জমি তৈরীর জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে।

► ১ম পাতার পর

অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবারে নির্বাচনের ঠিক আগে ব্যবসা করার জন্য মহিলাদের সরাসরি দশ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে মহিলারা প্রসন্ন এই সরকারের প্রতি। দ্বিতীয়ত, ছট পুজো উপলক্ষে পরিযায়ী মানুষজন দেশে ফিরে পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তারপর ফিরে গেছেন। এই যে খুশি মনে নির্বাচনের প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই নীতীশ কুমারের পক্ষে গেছে। উল্লেখ্য, এবারের বিহারের নির্বাচন কিন্তু যথেষ্ট শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৯৯৫ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিহারে ৬১ জন লোক মারা গেছেন, ১৯৯০ সালে ৮৭ জন মারা গেছেন, ১৯৯৫ সালে ৬৩ জন, এই ঘটনাগুলি বার বার বিহারের নির্বাচনকে রক্তাক্ত করেছে কিন্তু এইবার সেরকম কিছু ঘটেনি। একে অ্যালকোহল বন্ধের ফল বলেই মনে করছেন সেখানকার মানুষজন। তৃতীয়ত, এবারের যুব সম্প্রদায় ১৮ থেকে ৩৯ বছর বয়সী ভোটারদের প্রায় ৭০% ভোট দিয়েছেন, এটাও উল্লেখযোগ্য বলা যায়। এই ভোটার বৈশিষ্ট্যগত গেছে নীতিশ কুমারের দিকে, কারণ, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য ৪ লক্ষ টাকা করে লোন দেওয়া, বিশেষ সুযোগ-সুবিধে এবং চাকরির ব্যবস্থা করা। চতুর্থত, চিরাগ পাসওয়ানের লোকশক্তি দল ২০২০ তে নীতিশের বিরুদ্ধে ১৩০ টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। সেইবার ৪৩ টি আসন পেয়ে তারা তৃতীয় স্থানে ছিল। এবার সেই চিরাগ পাসওয়ান নীতিশ কুমার ও বিজেপির সঙ্গে একই জোটে লড়াই

প্রভাবিত করবে বাংলার নির্বাচনকে

করেছেন এটাও এনডিএকে অনেকটা সুবিধে এনে দিয়েছে। বিশেষ করে ২০২০ এর নির্বাচনে ৫২ টি আসনে ৫০০ থেকে ১০০০ এর মধ্যে মার্জিন ছিল। সেই আসন গুলি খুব সহজেই এবার এনডিএ'র বুলিতে এসেছে।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ‘এস আই আর’। এখানে এস আই আর এর ফলে বহু মৃত এবং অবৈধ ভোটারের নাম বাদ গেছে। এই বিষয়টিও বিজেপি তথা নীতিশ কুমারের পক্ষে গেছে। কারণ এসআই আর প্রক্রিয়াকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ তারা পেয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে বিজেপির বিজয় রথ এবার বিহারের পর বাংলাতেও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলবে। কিন্তু প্রথমেই সেই প্রশ্নটা আসছে যা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় করেছেন? বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কি সত্যিই তা চান? যদি চান তাহলে এখন পশ্চিমবঙ্গের নেতা-নেত্রীদের কিছুটা স্বাধীনতা দিতে হবে। ভিন্ন সংস্কৃতির, ভিন্ন ভাষার, ভিন্ন আবেগের দিল্লিওয়ালা নেতাদের থেকে কার্যতঃ মুক্তি চান এখানকার নেতা-নেত্রীরা। সেই কথা সোচ্চারভাবে বলতে না পারলেও তাদের হাবভাবে পরিষ্কার। দ্বিতীয়তঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপরীতে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী একটা নির্দিষ্ট মুখ ঘোষনা করতে হবে বিজেপিকে, যার উপর তৃণমূল বিরোধী মানুষ ভরসা করতে পারবে। তৃতীয়ত, ইডি, সিবিআই সহ কেন্দ্রীয় বিচার ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষ ভীষণভাবে বিরক্ত। এত সময় পরেও

কোন দুর্নীতির সাজা হচ্ছে না, রাঘব বোয়ালদের ছোঁয়া হচ্ছে না জামিন নিয়ে বহাল তবিয়তে আছেন সবাই। এইসব ঘটনা দিদি-মোদি সেটিং তত্ত্বকেই বারবার সামনে আনছে। এইসব ফ্যাক্টর থেকে বেরিয়ে এসে বিজেপি সত্যি সত্যি লড়াইয়ের ময়দানে নামবে এমন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। ফলের শুধু উচ্ছ্বাস দিয়ে রাজ্য জয় হয় না, এ কথা নিশ্চিত।

উল্টোদিকে, বহু অসন্তোষ, বিরুদ্ধ সমালোচনা, দুর্নীতির অভিযোগ, গোষ্ঠী সংঘর্ষ এইসব থাকার সত্ত্বেও তৃণমূলের পক্ষে যে সদর্থক ফ্যাক্টর গুলো কাজ করবে তা হলো, ডোল রাজনীতি। অর্থাৎ পাইয়ে দেওয়ার নীতি। এখানেও মহিলাদের জন্য নানা জনমোহিনী প্রকল্প দারুন ভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। একেবারে নিচুস্তরে পেরেছে বিজেপি তা পারেনি। এস আই আর সম্পর্কে তৃণমূল প্রথমে বিরোধিতা করলেও এখন এই প্রক্রিয়াকে তারা তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে। উল্টোদিকে ব্লক লেভেল এজেন্টদের বুথে বুথে সক্রিয় করার মতো সংগঠনিক ক্ষমতা বিজেপির নেই। পরিশেষে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩৫% মুসলমান ভোটারদের ভোট নিশ্চিত করতে পেরেছে তৃণমূল, যেখানে বিন্দুমাত্র দাঁত ফোটানোর ক্ষমতা বিজেপির নেই, অবশ্য চেষ্টাও নেই। এইসব বিভিন্ন কারণে বলা যায়, বিজেপি সক্রিয় না হলে বিহারের নির্বাচনের ফলাফলের আনন্দ উচ্ছাস বাংলায় বিজয় মিছিল ও নাড়ু বিতরণেই থেমে থাকবে।

শিশু দিবসের দিনে খানাকুলে পৌঁছালো শিক্ষার আলো



বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : বিহার, বাড়খন্ড ইত্যাদি ভিন রাজ্যের বেশ কিছু আদিবাসী শিশু পরিযায়ী শ্রমিক বাবা-মার সঙ্গে খানাকুল এলাকায় বছরের অধিকাংশ সময়ই বসবাস করে। এই অত্যাধুনিক যুগেও এই সমস্ত আদিবাসী শিশুর কাছে আজও পৌঁছায়নি শিক্ষার আলো। শিক্ষার প্রাথমিক পাঠটুকুও ঘর ছেড়ে আসা ওই সমস্ত শিশুরা পায়নি।

রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের উদ্যোগে খানাকুল থানা এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এই সমস্ত আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে শুভ সূচনা হলো ‘গাছতলায় পাঠশালা’।

রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্যোক্তা

অমিত কুমার আঢ়া জানিয়েছেন, ‘আজ শুভ সূচনার দিন শিক্ষাঙ্গনে আসা নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন পোশাক ও শিক্ষার উপকরণ দেওয়া হয়। এরপর থেকে প্রত্যেক রবিবার এই সমস্ত আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের এই গাছতলাতেই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ চলবে। এই বিষয়ে খানাকুলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা রোটেশন করে পাঠদান করবেন। ভবিষ্যৎ ভারত বর্ষ, শিক্ষিত ভারতবর্ষ- এই লক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তরের শিশুদের সার্বিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের এই প্রচেষ্টা।’ খানাকুলের শিক্ষা জগত এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। এদিন বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, খানাকুলের ওসি সমীর মুখার্জী, মনি মোহন সি প্রমুখ।

আরামবাগে বিকৃত যৌন লালসার শিকার এক শিশু, ফাঁসির দাবি

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: গত বৃহস্পতিবার আরামবাগের মুখাডাঙ্গা এলাকায় এক শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এখানকার মাদারতলা এলাকার রমজান আলী নামের এক যুবকের বাড়ি থেকে দশ বছর বয়সী রোহান নামের ওই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। অভিযুক্ত রমজান আলীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তার চরমতম শাস্তির দাবিতে উত্তাল মুখাডাঙ্গা এলাকা। গত সোমবার এলাকার মানুষ দোষীর ফাঁসির দাবিতে সরব হয়। আরামবাগ থেকে মায়াপুর পর্যন্ত গ্রামের মানুষ দোষীর শাস্তির দাবিতে মোমবাতি মিছিল করে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রতিদিনের মতো ব্যাডমিন্টন খেলতে বেরিয়েছিল রোহান নামের ওই শিশুটি। তারপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যায় কোথাও খুঁজে না পেয়ে আরামবাগ থানায় খবর দেওয়া হয়। সেদিন পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও পাইনি রোহানকে। শুক্রবার রমজানের তালা বন্ধ ঘর থেকে রোহানের কঙ্কল জড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ইতিমধ্যে রমজান আলী পলাতক। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। রমজান ভিন

রাজ্যে চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এই খবর জানিয়ে পাড়ার লোকজনদের সচেতন করে এই পাড়ারই আর এক যুবক শেখ সাহিদুল ইসলাম। এই শুক্রবারই আরামবাগ পুলিশের তৎপরতায় হাওড়া থেকে রমজানকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিশেষ সূত্র থেকে জানা যায়, কোন পারিবারিক শত্রুতা বা রাজনৈতিক বিষয় নয়, অভিযুক্ত রমজান একজন সমকামী। সে চকলেটের লোভ দেখিয়ে রোহানকে তার নির্জন ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। পাশবিক অত্যাচার করে গলা টিপে শ্বাস রোধ করে তাকে খুন করে। স্থানীয় মানুষজন তার কঠিনতম শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

রোহান হত্যাকাণ্ডে দোষীকে দ্রুত আটক করে ও রহস্য উন্মোচনে সাফল্য বলেই মনে করছে আরামবাগ পুলিশ। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও ব্যাপক উত্তেজনা। এলাকার মানুষজন ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, এই এলাকায় বারে বারে অনেক ঘটনা ঘটেছে। সব ক্ষেত্রেই পুলিশ সঠিক তদন্ত করেনি। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির কথায় এই ঘটনা কোন শত্রুতা নয়। কোন পার্টি পলিটিক্স নয়। বিকৃত সমকামী যৌন লালসা থেকেই খুন বলে আমাদের ধারণা!

► ১ম পাতার পর

সূত্রে খবর, নির্ধারিত সময়ে ফর্ম জমা দিতে না পারা সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম যদি শেষ এসআইআর, অর্থাৎ ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে তিনি পাবেন একই নম্বরের এপিক। এসআইআরের দ্বিতীয় পর্বে এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। ৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট ভোটারতালিকায় নাম তোলার সুযোগ পাবেন।

সেক্ষেত্রে খসড়া তালিকা প্রকাশের পর নাম তোলার জন্য নতুন করে আবেদন জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে।

এদিকে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে ইউনিউমারেশন পর্বে হবে না নতুন ভোটার সংযুক্তির কাজ। অর্থাৎ এই পর্বে নতুন ভোটাররা তালিকায় নাম তুলতে পারবেন না। জানা গিয়েছে, আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ নম্বর ফর্ম (ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য প্রযোজ্য ফর্ম) দেওয়া হবে না। এই পর্বে কেবল ইউনিউমারেশন ফর্ম জমা হবে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সহ মোট ১২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর ঘোষণার সময় কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছিল,

ভোটার সংযুক্তির কাজ

ইনিউমারেশন পর্বে নতুন ভোটার হওয়ার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন সদ্য আঠারো পেরোনো যুবক-যুবতীরা। প্রতিটি বাড়িতে ইনিউমারেশন ফর্ম বিলির সময় অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নতুন ভোটারের খোঁজ করতে হবে বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও)। কোনও বাড়িতে যদি সদ্য ১৮ পেরোনো যুবক বা যুবতীর খোঁজ মেলে সেক্ষেত্রে তাদের ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করার জন্য দিতে হবে। এছাড়াও কমিশনের নির্দেশ ছিল, প্রতিটি বিএলওর কাছে অন্তত ৩০টি ওই ফর্ম রাখতে হবে। কিন্তু এই ঘোষণার পরও ইনিউমারেশন পর্বে নতুন ভোটার সংযুক্তি, ঠিকানা পরিবর্তন সহ বাকি ফর্ম ‘প্রসেসে’র কাজ বন্ধ থাকছে বলে সূত্রের খবর।

উল্লেখ্য, ৯ ডিসেম্বরের পর জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে ফের ৬ নম্বর ফর্ম বিলি শুরু হবে বলে খবর। ওই সময় থেকেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দপ্তরের পোর্টালে অনলাইনে ফর্ম পূরণ করেও নতুন ভোটার হওয়ার আবেদন জানানো যাবে। খসড়া তালিকায় যাদের নাম আসেনি, তাঁরাও ফর্ম পূরণ করতে পারবেন।